প্রকাশ □ জুলাই, ১৯৮০

প্রতিভাস-এর পক্ষে বীজেশ সাহা কর্তৃক : ৮/এ, গোবিন্দ মণ্ডল রোড,
কলকাতা-৭০০০০২ থেকে প্রকাশিত, সুকুমার দে কর্তৃক বাসন্তী
প্রেস, ১৯/এ ঘোষ লেন, কলকাতা-৬ থেকে মুদ্রিত।

তোমার চোখের জল যুক্তাক্ষরহীন

যেরকম একদিন

দ্যাখো ভোর। বি টি রোড দ্যাখো।
নিজের গলার স্বরে আর চমকে উঠো না।
ভুলে যাও, সে কোন্ সকালবেলা
ছুটেছিলে এই রাস্তা ধ'রে!
যদি ডলি ফিরে আসে কোনোদিন
যদি মিনু আসে
বোলো সব কথা। শুধু, রক্তের কুপরামর্শ
কখনো শুনো না আর।—ভালোবাসো।
ফিরে আসে
দিন আর রাত, ভালোবাসো।
বেঁচে থাক শত্রু-একাদশ, তুমি দাও
বাড়ি-ফেরবার ভাড়া তরুণ-কবিকে আর
চিবোও তন্দুরী, সব্জি—
একা গান ধরো।

বিশাল এই মহাদেশের ছায়ায়

আমি যে কী করবো নিজেকে নিয়ে আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।
সুদূর কোনো গ্রামে গিয়ে লুকিয়ে পড়বো ?
কান্নাকাটি করবো কোনো মেয়ের কাছে গিয়ে ?
জীবনটা নিয়ে, সত্যি, একটা ছেলেখেলা করেছি—
পুরোনো প্রেমিকার শোকে আপাতত একটা সিগারেট ধরানো যাক।

কিন্তু বিছানায় এভাবে চিৎ হয়ে আর কতোদিন চলতে পারে ?
শীতকাল, আমার আর ভালো লাগে না—
বিছানা থেকে ছোটো বোনকে ডাকি—'আলোটা জ্বালিয়ে দে'
বিছানা থেকে ছোটো বোনকে ডাকি—'নিভিয়ে দে আলো'
বিষাক্ত একটা জীবন আমি গিলে চলেছি প্রতিদিন
ঐ এসে পড়েছেন হেডলি চেজ
তিনি আজ জানাচ্ছেন আমাদের—অপরাধের পরিণাম কী !

আমার যে হয়েছে কী মুশকিল দিনগুলো আর কাটতেই চায় না।
বন্ধুদের হাতগুলোও এমনই কৃপণ যে কাঁধে পড়ে না
গলাগুলোও এমনই শুকনো যে ঘুম পাড়ায় না আমাকে।
তবে কি ওষুধপত্রই সারাজীবন ছড়িয়ে থাকবে আমার ঘরে ?
তবে কি শাস্তা সম্পর্কে আমি আর জানতে পারবো না কিছুই ?
'শাশ্বত' শব্দটিকে আমি আলমারিতে চাবি-বন্ধ করেছি গতকাল
অস্তিত্ববাদ নিয়েও আমার কোনো মাথাব্যথা নেই
বাংলা ছবির নায়ক-নায়িকা হয়তো এখন প্রেম করছে শালবনে
সন্ধেবেলায় শুয়ে-শুয়ে আমি একটা মোমবাতির মৃত্যুদৃশ্য দেখছি এখন

কথাবার্তা

সভার প্রধান বক্তা, আপনাকে
আমার প্রণাম।
অপেক্ষায় ছিলাম আমিও, যাতে
দু-মিনিট, আমাদের
কথাবার্তা হয়।—এই পোড়া
সময়ে, শহরে.
ডিঙি নৌকোর মতো আমি শুধু
একটা বিপদ থেকে
অন্য আরো বিপদে ভেসেছি।
—কী হবে আমার ?
ফাঁকা পকেটের কথা কী আর জানাবো—
সমস্যা, সমস্যা আর সমস্যায়
পুড়ে গেছি।—কী হবে আমার ?
কিছু কি ভাবেন আপনি ? ভাবেন, কিছু কি ?
আমি তো ভেবেছিলাম
তেলচিটে এ শহর ছেড়ে
চলে যাবো—আপনাকে জানাই আজ—
কখনো যাবো না।

মৃত্যুর কাছাকাছি ব'সে

হাজার শুঁড়ের সঙ্গে যথাযথ কথাবার্তা শান্ত মনে আজো লিখে রাখি ;
'সময় এসেছে নেমে'—অন্ধকারে কে যেন বললো—
আমার সামান্য ঘরে, শোয়া-বসা, চিঠি লেখা শেষ হলো তবে ?

ছিলাম নিঃসঙ্গ আমি ডাক্তারবাবুর হাসি ছিলো শুধু ছুঁয়ে
হাল্কা অন্ধকার আমি সরিয়ে-সরিয়ে আজ লণ্ঠন জ্বেলেছি
আজ কোনো দুঃখ নেই, আজ কোনো কষ্ট নেই আর—

একটা জিজ্ঞাসা-চিহ্ন তবু আজ ঘুরে-ফিরে আমার মাথায় উঁকি মারে

পোড়া মানুষকে

ধান্দাবাজ এক মরুভূমি
আজ পিছু নিয়েছে তোমার
এড়াও মরবিড়িটি, শোনো
ও তো এক ভূতের কাঙাল।
সন্ধেবেলা দোকানেই যাও
কিনে আনো মুড়ি-চানাচুর
উনিশশো বিরাশি-র রাতে
হবে না তোমার ঘুমটুম।
ঘুরে এসো পাড়াগাঁয়ে কোনো
ফালা করো নিজেকে এবার
বালিতেও ডুবে যেতে-যেতে
গাও শুধু সমুদ্রের গান।

নাগপাশ

আজ যখন নিঃসঙ্গতার কথা ভাবছিলাম, নাটকীয়ভাবে, বিদ্যুৎ চমকাচ্ছিলো আকাশে
পুকুর, ছড়িয়ে দিয়েছিলো তার বিশাল শরীর, বৃষ্টিকে বুকে পাওয়ার জন্যে—
আমি নখ খুঁটছিলাম আর জানলা দিয়ে শহর দেখছিলাম
চাইছিলাম রহস্যময় নীল আলো আকাশে দেখা দিক
আর গান ভেসে আসুক আমাদের ছেলেমেয়েদের—
বিস্ময়কর মেঘ আজ অনেকদিন পরে জমাট বেঁধেছে আকাশে—
মেয়েটি আশ্চর্যজনকভাবে ছাদে উঠে গিয়েছিলো
আর ছেলেটি বীরভূমে গিয়ে অবাক হয়ে দেখেছিলো শামকল পাখি—
আমি সকালবেলা অযথাই মানুষখেকো দুশ্চিন্তার কথা ভাবছিলাম
ভাবছিলাম মেয়েদের কাজ জানলা খুলে দেওয়া
আর ছেলেরা ছিঁড়েখুঁড়ে ফেলবে অন্ধসময়, মুখে-মুখে ফুটিয়ে তুলবে হাসি—
স্বর্গ থেকে দু-তিন মিনিটের ছুটি নিয়ে
মনে হচ্ছে অনেকদিন পর মা আজ আমাকে দেখতে এসেছেন
যখন শুকনো হাত আমি বুলিয়ে নিচ্ছি শুকনো মুখে
যখন বন্ধুত্ব আর ভালোবাসার ধ্বংসস্তূপে শান্তভাবে বসে আছি আমি।

বিজ্ঞাপন

ছেলেটি অফিস থেকে মেয়েটি কলেজ থেকে এলো আর বিদ্যুৎ চমকালো
সিনেমায় যেতে চায় ওরা ?
অন্তরঙ্গ হতে চায় কাফে দ্য মনিকোয় ?
—কালো মেয়েটিও আর আমাকে পাত্তাই দ্যায় না
জানিয়েছে : যেখানে উনুন, ধোঁয়া. দারিদ্র্য সেখানে—

যে কোনো চাকরি চাই, সাত কি আটশো মাসে—দুপুরে টিফিন

আশাবরী

আমের পাতাগুলো দুহাতে ছুঁয়ে দেখি
মনে কি পড়ে কিছু, মনেও পড়ে না—
ওই যে ছেলেবেলা ওই যে দেখা যায়
ওখানে কিছু নেই ? বলুন তাহলে
কীভাবে দিন যাবে কীভাবে রাত যাবে
এই যে চুপচাপ সারাক্ষণ
একলা বি টি রোডে কখন থেকে একা
কেমন বসে আছি খেয়াল নেই ।

মাছের ঘর শুধু কেবলই দূরে কাছে
ওখানে সাঁতরায়, মানুষ সব ?
কোথাও এ্যান্‌টেনা কোথাও ফাঁকা ছাদ
ওসব জানালায় কেউ কি নেই
মুখের আভা যার মেঘের মতো ম্লান
ওগো ও মেয়ে তুমি স্তব্ধতার
আমাকে দেখা দাও আমাকে নিয়ে চলো
যেভাবে ছেঁড়া পাতা, বাতাসে যায়

এক মূর্খের সম্মানে

এইখানে, মূর্খ এক, তার
অসুখী জীবন নিয়ে খেলা করেছিলো।

ছাদে, তার রঙিন পাজামা পড়ে আছে—
ঘরে-বাথরুমে, তার
পড়ে আছে হাত ও পায়ের কসরত—

এইখানে, এখানে-সেখানে—রক্ত, আর
মোজা, আর
শুধুই জলের দাগ

থেমে আছে কবেকার ছিন্নভিন্ন হাসি।

সভ্যতা

এবার অনবরত শান্ত ভাষায় কথা হবে। স্পষ্ট কিছু। তিক্ত কিছু।
নিখুঁত ভদ্রলোক নই আমি। তেমন পড়ুয়া নই। দেখি
শেষ হলো দিন। রক্তহীন
গ্যালো যা বিকেলগুলো। সন্ধেগুলো।—দুশ্চিন্তা তো হাতের কাছেই
অর্থাভাবের মতো। বরফ, পায়ের নীচে, সমস্ত জীবন।
সিঁড়িতে, সিঁড়ির পাশে—যা হয় তা হয়েছিলো—আমি ভুলে গেছি।

এবার মুখোশ পরে নিতে হবে আমাকেও—মিশে যেতে হবে।

অন্ধ দিনের গান

মরুভূমি পার হয়ে এসে
আবার দেখেছি মরুভূমি
শুরু হয় দরজা পেরিয়ে

সেইখানে দাঁতের কামড়
সেইখানে থাবায়-থাবায়
ভেঙে যায় দিন আর রাত

বিষের চিৎকারে ঘুম ভাঙে
'তলপোড়া, নিব্বংশ হোক'—
স্মৃতিহীন বসে থাকি আমি

কখন যে তবু ফুটে ওঠে
দুটো তিনটে চারটে পাঁচটা মুখ

পাহাড়ের দিকে ভেসে যায়

লোরকা-কে

একফোঁটা চোখের জল ঝরে পড়লো মরুভূমিতে
মা আর ছোটো বোন খুঁজতে বেরোলো।

তুলো আর ওযুধপত্র নিয়ে
এলেন ডাক্তারবাবু—
কালো পোষাক পরে উকিলমশাই এলেন।

বোবার মতো আমি চুপ করে রইলাম
পাক্কা তিনমাস।
তারপর আবার একদিন ডানা জুড়ে নিলাম শরীরে

উড়তে শুরু করলাম।

প্রেম

আমার স্মৃতি ছিল জটিল ফলে ডাক্তারবাবু কিছুটা ছেঁটে দিয়েছিলেন।
কিন্তু এখনো স্পষ্ট মনে পড়ে সেই দিন
হাঁটু পর্যন্ত মোজা, আর সকালবেলা চুল ছড়িয়ে পড়েছে পিঠে।
অথবা, কিছুই ঘটেনি হয়তো কোনোদিন—
আমিই হয়তো স্বপ্নে দেখেছিলাম পুরো ব্যাপারটা

একটা কাঠবেড়ালী আমার জন্যে একটা বাদাম নিয়ে ছুটে আসছে।

চিহ্ন

রুজি-রোজগার কিছু নেই
ব্যাঙ্কেও নেই কানাকড়ি
আছে শুধু শূন্য কলসী আর
সরু শুকনো পাকানো এ দড়ি :
ওই অন্ধ দিকে তো গিয়েছি
আজ তবে জীবনের কথা
যদিও টেবিল ছুঁয়ে থাকি
মুখে তবু ভৌতিক স্তব্ধতা।
—ধ্বংস হয়ে যাই প্রতিদিন
কোন্‌দিকে আলো তা জানেন ?
—আমি থাকি নতুন কলোনি
সেখানেই ঈশ্বর থাকেন।
হাজার উজ্জ্বল কথা শুনে
চুপচাপ ফিরে আসি বাড়ি
কাল-পরশু যেমন ছিলাম
আজো সেই তেমনই ভিখারি।

নাচগানের জন্যে

রাস্তার প্রতিটি বাঁকের কথা আমি লিখে রাখতে বাধ্য
আমি বাধ্য মিসেস ম্যাথ্‌জের কথা লিখে রাখতে
অর্থাৎ আমিও পুড়ছি আর গোঁফের নীচে ঝুলিয়ে রাখছি হাসি
মা সকল, তোমরা ভালো থেকো
সিঁড়ির নীচে, হাসপাতালে, ভালো থেকো তোমরা
দিন আর রাতগুলোকে ফুল আর পাতা দিয়ে সাজিয়ে তোলো।

এসো মেয়েরা, আমার সঙ্গে এসো—
আমি তোমাদের রেশমের মতো চুলের কথা লিখে রাখতে চাই
তোমাদের গালের আভা, আর ঝিলিক, আজও আমাকে সুখে রাখে
কী ভুল আর নষ্ট ছেলেবেলা কাটিয়েছি—
মরুভূমিতে আজ আছড়ে পড়ছি আমি, আমার কবিতায় কোনো বারান্দা নেই।

মাথার ভেতরে যে নদী আমি তার কথা লিখে রাখতে বাধ্য।
আমি লিখে রাখি
ঘনিয়ে-আসা বিপদ আর তার গন্ধের কথা
লিখে রাখি, কাঠঠোকরা আর ম্লান বেতের চেয়ারের কথা
মোরগঝুঁটির বিকেল আজ হাতছানি দিচ্ছে আমাকে
চলো মেয়েরা, একসঙ্গে যাই—
কুয়াশা নেমেছে, নাচগানের জন্যে এবার আমরা তৈরি হই, এসো।

শত্রু-একাদশের একটি

ভদ্রলোক বললেন : চিরকাল আমরা গরীব থাকবো কেন ?
সভাপতি মশাই নস্যি নিলেন, আর বললেন : ঠিকই তো—
আশ্বিনের কাশফুল তখন খবরের কাগজের ছবিতে-ছবিতে স্থির
তরুণ কবি হাসতে-হাসতে টেবিলে জানালেন :
ভূত আর ঈশ্বর তাঁর ফেভারিট।

সমন্বয়

নৃশংসতা তোমার থাবায়
দিন যায় রাত্রি চলে যায়।

ক্ষতবিক্ষত সব মুখ
আগামী আশায় তবু চুপ।

কিছু নেই, আজ এই হাতে
তোমারই পতাকা শুধু কাঁপে

তৃষ্ণা

বাঘের থাবার থেকে বাঘের থাবায়
ভেসে চলি—তোমাদের হাসি
দূর থেকে শুনি আমি—চোখে জল—কেউ
বোঝে না, দ্যাখে না আর—গলা নিকোটিনে
চিরে গ্যাছে—আজ
সারাটা দিনের গায়ে গোধূলি মাখানো
মনে হয়—যেন মা নিহত ছেলে. কোলে
নিয়ে স্থির, একা
বসে আছে বারান্দায়—যেন একাত্তর
এলো ফের—ঘুম কতোরাত
ডাকেনি নিবিড়ভাবে—আমার আনন্দ
বলো, কবে তুমি
দীপ্তিহীন থমথমে এই দিনরাত
ধুয়ে দেবে।

আরো প্রেমের কবিতা

কলকাতা থেকে লিখি—পুরোনো হাতের লেখা—চিনবে নিশ্চয় ।
তোমাদের শহরে এখন বাতাস কি ?—বৃষ্টি কি ?
আমার খেলাধূলায় মন নেই আর ।
কেন লিখে জানাও না কার সঙ্গে ফেঁসেছো বিকেলবেলা
কাকে তুমি হরদম মিথ্যে বলছো—
মন্বন্তর মধ্যে আর রেখো না গীতবিতান
ছাড়ো ওই খেলা, শুধু ছেড়োনা আমাকে মরে যাবো ।

জানুয়ারী,

আজ মাথা পরিষ্কার। কুয়াশা গিয়েছে সরে মাথা থেকে ভোরবেলা আজ
ফলে পথে নেমেছি সহজে।
মানুষের মুখ দেখে মানুষের কথা শুনে দিন চলে যায়।
যাইনি ফিল্মোৎসব। ফিল্ম-উৎসব যারা যায় আমি তাদের দেখেছি।
এখন দুপুরবেলা কফি-হৌসে বসে দেখি একা
একটি টেবিল যায় ভেসে যায় আগ্নেয়গিরির থেকে শান্ত নিরুদ্দেশে।

মুখ

ছেচল্লিশ হলো প্রায় লোকটা নিজের মুখ নিজেই চেনে'না।
—ছবি-আঁকিয়ের থেকে এঁকে নিক মুখ।
এখন-বিকেলবেলা জলের ভেতরে চুপ দাঁড়িয়ে রয়েছে বাড়িগুলো
মাঝে-মধ্যে দুলে উঠছে—মাঝে-মধ্যে শহরতলির
কেঁপে উঠছে আলো—আমি কি এবার তবে ফিরে যাবো ?
আমি কি আমার মুখ চিনেছি সঠিক ?

এলিজি

বিডন স্ট্রীটের মোড়ে সন্ধেবেলা
তোমাকে, সবিতা দেবী, মনে পড়লো আজ

আলো ছিলো—তবু ফের ম্লান হলো মুখ।

আমিও কিশোর, তুমি জেনেছিলে যেন।

ডানা ঝাপ্টাতাম আর উড়ে এসে চুপচাপ
নামতাম তোমার উঠোনে।

কী শান্ত বিকেল সব গোধূলিবাতাস
যদিও বিশ্রী এক চাঁদ আজ উঠেছে আকাশে

প্রার্থনা

ভাই তুমি তোমাকে জানাই আজ দিন বড়ো বিশ্রী লাগছে
ভাষা তুমি তোমাকে প্রার্থনা এই রাতের আশ্রয় দাও তুমি
দিন তুমি আমার ভাইয়ের মতো এবার ছড়িয়ে দাও হাত
রাত তুমি—ভাষা হও—মিশ্রকলাবৃত্তে এসো নেমে।

মানুষজীবন

এ এক যন্ত্রণা দিনরাত, তবু
শান্ত হয়ে ভিড়ে মিশে থাকি।

ধোঁয়া থেকে সন্ধেবেলা
আজো ভেসে ওঠে সেই মুখ।

রাতগাড়ি চলে যায়
ভাঙাচোরা জীবনকে কিছুটা ঝাঁকিয়ে

পাতাল, অনন্তকাল ঝুঁকে আছি—
ভালো, তবু
ভালো এই মানুষজীবন।

থেকে যাও

কেন শুধু চলে যেতে চাও ?
থেকে যাও থেকে যাও থেকে যাও তুমি।

শান্ত মেঘের নীচে এই যে পৃথিবী
আলো ও বাতাস-ভর্তি এই যে পৃথিবী
কেন তাকে মুছে দেবে তুমি ?

পুরোনো ফুসফুস খুলে ফেলে
নতুন ফুসফুস পরে নাও—

ভুলে যাও, বিকেলের মতো এক কুমারীজননী
তুমি তার গর্ভের সন্তান—

থেকে যাও থেকে যাও থেকে যাও তুমি।

মরুপ্রদীপ

তাদের কথাও আমি ভাবি যারা কস্মিনকালেও আমাদের
কথা ভাবে নি।

জল, তবু এগিয়ে আসতে চায় না আমাদের কলঘরে
রান্নাঘরে এগিয়ে আসে না কয়লা --
আমি বাজারে যাই, দেখি, কোনোকিছুই যেন হয়নি
সুন্দর ফলগুলো পাশ থেকে কেউ তুলে নেয়
গলদা চিংড়িগুলো অপেক্ষা করে মসৃণ কোনো থলির জন্যে।
—মৃত্যু দিয়ে, আমি আঘাত করেছিলাম জীবনকে
এই তো হাওয়া এসে তার জন্যেই আমাকে আজ ছুঁয়ে যাচ্ছে
আর যেসব বাচ্চাগুলো প্রতিদিনকার মতো এসে হাজির হয়েছে
আজ সকালবেলা

ওদের জন্যেই তো চকোলেট, ওদেরই গান শেখাতে হবে।

সংকেত

কথা বলি নিজের ভাষায়
ভয় নেই মৃত্যু-অতিথিকে
মায়াবী শহরে ঘুরি-ফিরি
তবু আমি নীল সমুদ্রের।
ভিজে ডাকবাক্সের কান্না
লিখে রাখি ছোট্টো খাতায়
আসে তবু উদ্দেশ্যহীনতা
আমি তাকে ওড়াই আকাশে।
তোমার কাঁধের পাশে চাঁদ
স্থিরচিত্রে জুড়ে দিই ডানা
তোমার মুখের পাশে মুখ
ও মুখ আমার তবে নয়!
গায়ে ভারতীয় সন্ধেবেলা
চোখে পৃথিবীর স্বপ্ন ভাসে
লিখে রাখি দু-তিনটে লাইন
সহসা এ মানুষজীবনে।

জানুয়ারী

আজ বসন্তের হাওয়া ভেসে আসে শীতের গভীর দেশ থেকে !
আবার ছাইয়ের থেকে জেগে উঠে জুড়ে নিই ডানা
মানুষের কাছে গিয়ে লিখে রাখি ঠিকানা, বাড়ির ;
নিশ্চয় দেখা হবে — সটান হাজিরও হতে পারি—
আজ শুধু অস্পষ্ট সুদূর এক মুখ মনে পড়ে
জীবন, বসন্তবৌরী, বিরল হাওয়ার দিনে মনে হতে থাকে ফের আজ

জানা

তোমার চোখের আর
মুখের হাওয়ায় ভেসে আছি।

ভুলে গিয়েছিলাম হয়তো
ছিলো ভয়, ছিলো দুশ্চিন্তানগরী।

আজ জানলা খোলা—
আজ ঘরে

শান্ত সাধারণ দুটো লিলিফুল

ছড়িয়ে রয়েছে।

শেষবার মৃত্যুর পর

দু-চার মিনিট আমি বিলকুল মরে গিয়ে ফের বেঁচে উঠি।
হাজার সতেরোবার মরা হলো এরকমই কয়েকবছরে
সময় সুসময়ের জন্যে বসেছিলাম অযথা
ঘড়ির আঘাতে আজ রাত্রিবেলা ঈশ্বরের কাশি ভেসে আসে।
একটা সময় ছিলো ভূতের থাপ্পড় খেয়ে কেটে যেতো দিন
যখন-তখন চোখে উঁকি দিতো ককতো-র মোটরবাইক
আগুনের বৃষ্টি দিয়ে হেঁটে এসে আজ শান্ত যে আলো জ্বেলেছি
প্রতি সাধারণ ঘরে প্রতিটি অন্ধকার ঘরে আমি পৌঁছে দিতে চাই

জলছবি

আমাকে দুদিক থেকে কাটে
দুই দৈত্য সোনার দাঁতের
আবিষ্কার করি নি কিছুই
সকাল-বিকেল দেখি ঘরে
কতো কাণ্ড ঘটে যায় রোজ।

পথে নেমে ভাবি প্রতিকার
পথে নেমে ভাবি প্রতিবাদ
অসুখ খালাস বেকসুর
জেগে ওঠে রাতজাগা চোখ।

—খবর টবর কিছু রাখো
কী ঘটে চলেছে চারপাশে ?
—চারপাশে চাপা মন্বন্তর
জ্ঞানীরা তো বলছেন একেই
কী এক রেখার কিছু নীচে
বেঁচে আছে কিছু কিছু লোক।

পান চিবানোর এই দেশে
অন্ধকারে সারি সারি লোক।

উৎস

কেউ-কেউ হারিয়ে যেতে চায়, চিঠি লেখে দুটো-একটা, হারিয়ে যায়।
নৌকোগুলো দুলতে-দুলতে ফিরে আসে—
গাছের নীচে আমরা বসে থাকি—তবু নিভতে চায় না আগুন।

কতোরঙের ফুল সকালবেলা বিকেলবেলা ছাদের টবে ফুটে ওঠে।
কথাটা, কথাটা তো সত্যি
ওদের নিয়ে আমাদের আর তেমন কোনো মাথাব্যথা নেই।

দু-চারজন মানুষ, বলা-কওয়া নেই, কীরকম সটকে পড়ে হঠাৎ।
এলিজি লিখতে বসে আমরা চেয়ে দেখি :
কিছু নতুন মুখ
আমাদের জামার হাতা ধরে টানে—আর, কী মনখুশ হাসি ফোটায়।

আলো

ফিরে আসি আবার আমার ঘরে
মনে পড়ে তোমাকে শুধুই।

এখন অনেক রাত—
আমার ভ্রমণ শুধু তোমার দু-চোখে
থেমে যায়।

জানি না এখন তুমি কার ঘর
আলো করে আছো—
আমারও সামান্য ঘরে আলো আজ

তোমার মুখের।

মা-র জন্যে আরেকটি

রাত্রিবেলা চৈত্রের আকাশ আজ কিছু কথা বলতে চাইছে।
বাংলা কবিতার মতো নির্জনতা ছুঁয়ে
এখন দাঁড়িয়ে আছি—জানালায়—এখন চোখের জল নেই।
আমার চোখের জল নিজেই দালাল হয়ে বিক্রী করেছি।
মা তুমি কেন যে এই
অসহায়তার ডিম ফেলে রেখে গ্যাছো এই ঘরে
শুধু নিকোটিন আর নিকোটিনে পুড়ে যাচ্ছি—তবু এই
বিষের রাজত্ব থেকে, দাঁত আর
নখের আড়াল থেকে—দু-লাইন লিখছি এই—শুধু মনে পড়ছে তোমাকে

ভাবনা

একা দুজন দুজনে একা
তাহলে আজ শুধুই লেখা ?

এই তো সেই হলিডে হোম
পিছনে শনি সামনে সোম।

তর্ক শেষ, শান্তি আজ
সেলুন খোলা হে মহারাজ।

ঝাউ এসে মমতার মতো
বারান্দা ছুঁয়েছে।

তোমার শান্ত মুখ
বিকেলের নীরব গভীরে।

আমি এই
নিঝ্‌ঝুম হৃদয়
তোমার মুখের পাশে রাখি।

কে চায় বিখ্যাত হতে
গানবাজনা হোক

চড়ুই, তোমার ভাষা আজ
শেখাও আমাকে।

আলোক সরণী

ট্রামের জানালা দিয়ে চৈত্রদুপুরের মুখ গড়িয়ে চলেছে—
তুমুল তিস্তার দিকে ? প্রার্থনাসঙ্গীতে ?
আস্তানা পেয়েছি আমি—দিন আর রাতের আশ্রয়
পেয়েছি, তবুও বিষ
ভেসে ওঠে. আমি আরো শান্ত হই, শান্ত হয়ে দেখি
যে দুপুর আমরা চেয়েছিলাম দু-বছর দশবছর আগে
সে দুপুরই এসেছে তো—পতাকা উড়ছে দূরে কাদের বাড়িতে-

যখনই তোমাকে আরো মনে পড়ে, ভাবি, শুধু কবিতা লিখবো

দাম্পত্য

কথা বলা চালু রাখো তুমি
আমি বোবা হচ্ছি ক্রমশ।

এই যে আকাশ এ্যাতো নীল
কথা নেই? কথা নেই কোনো?

তুমি বোবা হচ্ছো ক্রমশ
কথা বলা চালু রাখছি আমি।

আমার চোখের আলো কেন
তোমার চোখের আলো কেন

আজ অসময়ে নিভে যায়।

ছায়া

আমরা তো নিষ্পাপ ছিলাম
সরলতা ছিলো আমাদের
তারপর একদিন ভোরে
নকল হাত-পা নেচে-নেচে
ভেঙে দিলো পাতার কুটির
কেড়ে নিলো স্তব্ধতার ছায়া
আজ এই অশ্রুশতাব্দীর
ঝকঝকে ইস্পাতের দিনে
ভাঙা এক কাঠের চেয়ারে
বই খুলে বই বন্ধ ক'রে
ভাঙা এক কাঠের টেবিলে
কাগজপত্র ছাতা রেখে
চেয়ে দেখি অন্য এক ছায়া
কেমন পরীর মতো এসে
আমাদের ভাঙা পৃথিবীর
মাটির ওপরে খেলা করে

দশবছর আগের একদিন

চোখগুলো দেখেছিলো
একদিন এ-পাড়া ও-পাড়া।

রক্ত রক্ত রক্ত রক্ত শুধু।

এখন সমস্ত শান্ত, তবু
দু-একটা কাটামুণ্ড নড়েচড়ে ওঠে।

ভূমিকাহীন

কী খুঁজে বেড়াচ্ছো তুমি সারাদেশ জুড়ে ?
—রুটি, শুধু রুটি ।

দিন নেই রাত নেই ঘুম নেই
খোঁজা শুধু খোঁজা—

কী খুঁজে বেড়াচ্ছো তুমি সমস্ত জীবন ?
—ভালোবাসা শুধু ।

আমাদের কথা

স্বপ্ন আর দুঃস্বপ্নের মধ্যে সরু পথ দিয়ে আমরা এগোই।
মোহ আর মোহহীনতার মধ্যে আমাদের বাড়ি।
দু-পয়সার কাস্টমার আমরা সব, কিছু কেরামতি
দেখিয়ে উধাও হই একদিন ;

তারপর পড়ে থাকে বৃষ্টির ভাষা আর কাঁটাতার, মুদ্রিত পৃথিবী।

শহর

তোমাকে উত্তর থেকে
তোমাকে দক্ষিণ থেকে দেখি।

আচ্ছন্ন, দাঁড়িয়ে একা,
দেখি নাভি, নাভির ভেতর।

হল্‌কা লাগে ; সরে আসি
বিকেলসমুদ্রে।

দু-তিন দশক এসে চলে গ্যালো

আমার শহর আজো
জুয়াড়ির হাসির মতন।

সময়ের চেয়ারে

সে এক সকালবেলা খুব
ঘরের জানালা খুলে দিয়ে
চোখ শুধু দেখেছিলো আলো:
যুদ্ধহীন পৃথিবীর রূপ
ঝরে পড়ছে শান্ত মাটিতে।

খবরকাগজ হাতে স্থির
আজ কেন কথা নেই মুখে ?
সাদা টেবিলের নীচে ছুরি
ঝলসে উঠছে আলোর আঁধারে ?

এসেছি জোয়ারজলে ভেসে
ভাটায় আবার ফিরে যাবো
শুধু মধ্যে বোবা হয়ে দেখি :
প্রতিশ্রুতি নিয়ে যুগ আসে
প্রতিশ্রুতি ভেঙে চলে যায়।

ঢেউ

অনেকদিন পর আজ ঘর থেকে বেরোলাম সন্ধেবেলায়—দাড়ি কামানো প্রয়োজন
ছিলো হয়তো—রাস্তায় দেখি
হেঁটে চলেছেন এক হৃষ্টপুষ্ট স্বামী, পেছনে তার পতিব্রতা স্ত্রী—
রঙবেরঙের জামাকাপড়গুলোর কথা আমি ভুলে গেছি
অর্থাভাব, মৃত্যুর জন্যে, আমি বিরক্ত হই না আর—
শুধু সামান্য একটুকরো আলোর জন্যে আমি ধ্যানে বসেছিলাম কয়েকদিন
আজ সন্ধেবেলায় আমার আহামরি সেই ধ্যান ভেঙে গ্যাছে।

ভিখিরি আর বখে-যাওয়া ছেলেমেয়েদের সঙ্গে বেশ একটা পিরিত জমেছে আমার
আমাদের রাস্তাগুলো আমি ওদের চেনাই—
দেখাই শহরের দেয়াল—জানাই, কতোদূর যেতে পারি আমরা—
শহর যখন ঘুমিয়ে পড়ে, আমি বলতে থাকি, ভাসমান রহস্যময় রাত্রির কথা
আরো বলি : আমার কোনো টাকা-পয়সা নেই।

প্রতিদিন, কী বিষণ্ণ মজার এক খেলা চলেছে পৃথিবীতে—মাঝরাত্তিরে, আমি
বাড়ি ফিরে দেখি দু-চারটে আরশোলা ঘুরে বেড়াচ্ছে শুকনো রুটিতে
যে কোনো কৌটোয় নিশ্চয় চিনি
কেন যে মরতে ছুটেছিলাম আমি গত বছর, ভেবে অবাক হই,
'মেয়েরা, ইস্পাতের প্রজাপতি'
শুঁড়িখানায় আমাকে একদিন বলেছিলেন এক দাদাসাহেব
উনিশশো আটাত্তরের ডায়েরিতে আমি বুদ্ধুর মতো লিখে রেখেছি দেখি :
সারাজীবন, আমি বিশ্বস্ত থাকবো।

অনেক রাত হলো, এবার আমার ঘুমিয়ে পড়া উচিত—আবার দেখা হবে—
অথবা আর হয়তো দেখা হবে না কোনোদিনই—
কালো ঢেউগুলো এসে ক্রমাগত আছড়ে পড়ছে আমার জীবনে, আর আমি
ডুবে, ভেসে উঠছি আবার—যে ট্রেনে
আমার শান্তিনিকেতন যাওয়ার কথা ছিলো, সেই ট্রেন হয়তো
শান্তিনিকেতন পৌঁছে গ্যাছে এখন—অশ্রুহীন ভবিষ্যৎহীন এক নীল মশারিতে
কলের পুতুলের মতো, নিরুপায়, আমি ঢুকে পড়ছি আবার।

সাদাকালো

আত্মজিজ্ঞাসায় ম্লান প্রথম দেবদূত এসে
বলেছিলো : লিখো।

আমি এই ভারতবর্ষের সন্ধ্যা
তারপর থেকে এঁকে রেখেছি খাতায়।

বেলা হলো।

শীত আর গ্রীষ্ম আসে, বর্ষা এসে বলে যায় :
'লিখেছো, লিখেছো তুমি ?'

আমি খাতা খুলি আর চেয়ে দেখি নীরবতা শুধু।

অবসাদ

হাজার বছরের শ্যাওলা ঘিরে ধরে
শরীর মাথা আর ভুতুড়ে এ-জীবন
চলেছি যেতে-যেতে হঠাৎ চেয়ে দেখি
এ কার বৌ পাশে। এ কার বাড়িঘর।
তবে কি থেমে যাবো? জানাবো ভুল হলো?
আমি কি কারো ভাই? আমি কি স্বামী কারো?
ভেবেছি উঠে বসে জরুরী চিঠি লিখে
সিনেমা চলে যাবো — তবুও রাতদিন
কিশোর দিনরাত আমাকে কাছে ডাকে
আগুন দিনরাত আমাকে বলে : এসো,
আমি তো পেতে চাই আবার ছেলেবেলা
এদিকে নামে শীত ওদিকে বাঁশী বাজে।

ওদিকে বাঁশী বাজে এদিকে নামে শীত
এদিকে ভালোবাসা হারায় কুয়াশায়
নখের মৃদু চাপে পাতারা কেঁপে ওঠে
ছোট্টো সাদা পাখি ওড়ে বা নীল দেশ—
সারাটা দিন আজ হাড়ের কথা শুনি
সারাটা রাত শুধু খুলির শুনি গান
তাহলে বলি, শোনো, এই তো এ-বছর
দেখেছি তেতো বিষ কীভাবে শুষে নেয়
মুখের হাসি ছায়া সহজ দিনরাত
কীভাবে ভেঙে যায় শান্ত চলাচল।
—ছিঁড়েছে ডানা দুটো পড়েছি মাটি ঘেঁষে
আর কি দেখা হবে তিনটে সতেরোয়?

বুদ্ধ

তোমার চোখের আলো আমাকে শান্ত হতে বলে।
হে বুদ্ধ, তোমার কথা লিখে রাখি একুশে জুলাই—
এই জটিলতা, এই শহর, আগুন, ছদ্মবেশ,
এই মিথ্যে ভালোবাসা, শান্তিচুক্তি, কপটভাষণ,
আমাকে সরায় আজ কিছুদূরে, যেখানে তোমার ওই মুখ
বলে : আরো শান্ত হও—শীতের রোদের মতো বাঁচো।

এপিটাফ

দুই দীর্ঘশ্বাসের মধ্যিখানে, মৃত্যু, আমি তোমাকে
জন্মাতে দেখেছি

গতানুগতিক দিন গতানুগতিক রাত
আসে আর যায়।

দুপুরে নীরব চারাপোনা
রাত্রিবেলা ফিরোজা বেগম।

এই তবে?
আর কিছু নেই?
ভালোবাসা বলে কিছু নেই?

ভালোবাসা, কোন দেশে তুমি।

সম্পর্ক

দশ বিশ হাত দূরে এখন সভ্যতা পড়ে আছে।
বিখ্যাত মানুষজন চেয়ে ছাখে
সেবাসদনের মতো মুখে তার ধরেছে ফাটল।
—হে সভ্যতা, দুশ্চিন্তা-আক্রান্ত তুমি ?
ক্লান্ত ? অবসাদগ্রস্ত ? শরীরে লেগেছে বালিধুলো ?
কিছুটা আমার মতো কেন যে তোমাকে মনে হয়।
চারপাশে আলো ফেলে-ফেলে
হাতিঘোড়া কিছুই আনি নি, শুধু আমি
এনেছি বালতি-ভর্তি জল আজ তোমার স্নানের।

তবু কোনোদিন

জামা দিয়েছিলো আলাদীন
ভাষা দিয়েছিলো প্রেমিকারা
মুছে যায় শেয়ারবাজারে
আমাদের ভালোবাসাবাসি।
অথবা ছিলো না ভালোবাসা
প্রতিদিন অপমান জয়
চাল ডাল নুনের শাসনে
নতুন পাঁচিল ওঠে রোজ।
তবু তো হঠাৎ কোনোদিন
এইসব রাহাজানি ভুলে
মাঝরাতে ছাদে উঠে এসে
চেয়ে দেখি পৃথিবীর মুখ....
অবসাদ মিথ্যে মনে হয়
কোথা থেকে কথা ভেসে আসে
'মাই গড, শি ইজ হিয়্যার্'
জেগে থাকে আসমানী আলো।

হেমন্তভাবনা

ঘোলাটে মাথার ভেতর দিয়ে দিনরাতগুলো যায় আর ফিরে আসে
আমি গন্ধ পাইনা, ছুরির ওপর এসে আছড়ে পড়ে সূর্যাস্ত,
আমি পড়তে পারি না।
খসখসে হাতের ওপর এসে টোকা ছায় হেমন্তদিন,
আমি দরজা খুলি আর দেখি দাঁড়িয়ে রয়েছেন তিনি
আমার চায়ের দোকানের বন্ধু, জঙ্গলের বন্ধু,
আমার সন্ধেগুলোর অধ্যাপক আর ঢেউগুলোর তরুণ ফর্সা প্রতিনিধি।

প্রবীণ কবি আর তাঁর পাণ্ডুলিপির মধ্যিখানে আমি থমকে দাঁড়িয়ে পড়ি
দাঁড়িয়ে পড়ি আর কথা শুনি
কথা শুনি নিকোটিনের, দেবদারুর, কথা শুনি অলিগলির,
গাছের পাতাগুলো ঝরে পড়তে-পড়তে আমাকে বলছে : বিদায়,
ভালোবাসা মিলিয়ে যেতে-যেতে আমাকে বলছে : কাছে এসো,
বিনীত মোমবাতির সামনে ঝুঁকে পড়ি আমি
মৃত্যু এসে কবিতার ভাষা উপহার দিয়ে যায় আমাকে
আর জীবন ঢেলে ছায় রঙ।

হাহাকারের পেছনদিকের আকাশে আজ জেগে উঠেছে রঙিন আলো
বুদ্ধ-র ছায়া পড়েছে আধভাঙা সিঁড়িতে—
আমি রাস্তায় বেরোই আর শুনি অবসাদ আর দুশ্চিন্তার চেঁচামেচি
আমি রাস্তায় বেরোই আর দেখি নিঃসঙ্গতার ফাঁস
হাল্কা হাওয়ার পিঠে চেপে এসো এবার নম্র কাঠবিড়ালী,
এসো, এবার গান ধরো চড়ুই,
পাশ ফিরে শুলে, কী আশ্চর্য, চিন্তাগুলোও পাশ ফেরে
জ্যোৎস্নার ভেতর দিয়ে দেখা যায় আততায়ীর পা।
আমার ডানাদুটো কবে আর আমি নিজের মনে রঙ করবো
কবে আমি নিস্তব্ধ বাদামি মেয়েটির কাছে উড়ে গিয়ে বসে থাকব
বিকেলবেলায় ?

লিখো

আবার হাজার বন্ধু জুটে যাবে
নেভাও ফুঁ দিয়ে আজ নিঃসঙ্গতা
পুরোনো আগুন।

মাথার ওপরে ফাটা ছাদ, আর
নীচে সব ভূতের নৃত্যের কথা
লিখো খুঁটিনাটি।

লিখো

উড়ন্ত বাইক ছোটে চারদিকে
হেলমেট, হলুদ, সাদা, হেলমেটের
নতুন পৃথিবী—

শতাব্দী গড়িয়ে যাবে এভাবেই
সাদাকোট কালোকোট নীলকোট
ভোজ দেবে, তুমি

স্তব্ধ ছাতার নীচে যেতে-যেতে
দেখো আর লিখে রেখো নীল সাদা
সাদানীল ছবি।

স্মৃতি

পঁচিশ বছর আগেকার
মুখ যেন জাপানী অক্ষর

বাজুবন্ধ মৃদু বেজে ওঠে
গান গান গান শুধু গান

ছোটো এক ঘরে শুয়ে আজ
মনে পড়ে প্রেমিক ছিলাম

শতাব্দীশেষে

শূন্যতার মধ্যে আমি বাচ্চা মেয়েটির হাসি মিশিয়ে দিয়েছি।
এখন বিকেল, আলো, গঙ্গায় ছিটকে পড়েছে।
—জল কি শুধুই জল? বাতাস কি বাতাসের চেয়ে বেশী নয়?
শহর, সিল্কের শাড়ি ছিঁড়ে ফেলে, ভাবি শুধু এইসব কথা—
এখন শতাব্দীশেষে চারদিকে বিষ, তবু
বেঁচে থাকবার মতো নির্জন সাহস দেখা দিলে
দেখা যায় শান্ত পথ শান্ত দিন শান্ত বাড়ি শান্ত সন্ধেবেলা।